23 OCT 1991
তারিখ 23 OCT 1991
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

দৈনিক খবর

প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে হামলা প্রসঙ্গে

অবশেষে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়েও অচলাবস্থা দেখা দিয়েছে। আগের দিনের সন্ত্রাসী হামলা, ব্যাপক ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ ও মারপিটের প্রতিবাদে এবং বিচার দাবীতে 'বুয়েট'-এর শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা গত রোববার থেকে অবিরাম কর্মবিরতি শুরু করেছেন। উল্লেখ্য, গত শনিবার বুয়েট প্রশাসনিক ভবনের সামনে একদল সশস্ত্র তরুণ ৭টি গাড়ীতে অগ্নিসংযোগ এবং ৩টি গাড়ী ভাঙচুর করে। ঠিকাদারের কাছ থেকে ভয় দেখিয়ে চাঁদা আদায়ের অভিযোগে একটি ছাত্র সংগঠনের সদস্য গোলাম রব্বানী ববি নামক এক তরুণকে পুলিশ গ্রেফতার করার প্রতিবাদে উপরোক্ত হামলা, অগ্নিসংযোগ ও ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে। হামলার সময় সশস্ত্র তরুণরা ক্যাম্পাসে ভীতি প্রদর্শনের জন্য ২০/২৫ রাউন্ড ফাঁকা গুলী ছোঁড়ে এবং কয়েকটি হাতবোমার বিস্ফোরণ ঘটায়। উচ্ছৃঙ্খল তরুণদের হামলায় বাধা দিতে গিয়ে একজন শিক্ষক ও দু'জন নিরাপত্তা প্রহরী লাঞ্ছিত হন। এই সন্ত্রাসী ঘটনার প্রতিবাদে বুয়েট শিক্ষক সমিতির আহ্বানে শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা গত রোববার থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য কর্মবিরতি পালনের কর্মসূচী গ্রহণ করেন।

এছাড়া গত রোববার বুয়েট-এর শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা এ ঘটনার প্রতিবাদে প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয় অভিমুখে এক মৌন মিছিল বের করেন। বিকেলে শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের এক যৌথ সভায় বলা হয়, শিক্ষক-ছাত্র ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিরাপত্তা বিধান, ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষকদের ক্ষতিপূরণ দান এবং দোষী ব্যক্তিদের শাস্তি প্রদানের ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে আশ্বাস ও নিশ্চয়তা না পাওয়া পর্যন্ত কর্মবিরতি অব্যাহত থাকবে।

অব্যাহত সন্ত্রাসী তৎপরতার দরুন দেশের প্রায় সবক'টি বিশ্ববিদ্যালয়ে অচলাবস্থা বিরাজ করছে। গোলযোগের অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একেবারে পাশে অবস্থিত হওয়া সত্ত্বেও বুয়েট-এ শিক্ষার পরিবেশ এতদিন বিঘ্নিত হয়নি। শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রেখে বুয়েটের ছাত্র-ছাত্রীরা প্রমাণ করেছেন যে, তারা লেখাপড়া করতে চান এবং ক্যাম্পাসে সন্ত্রাসকারীদের কিছুতেই প্রশ্রয় দেবেন না। তাদের এ দৃঢ় মনোভাবের জন্য বুয়েট এতকাল সন্ত্রাসমুক্ত ছিল। গত শনিবারের সন্ত্রাসী তৎপরতার জন্য দায়ী ব্যক্তিরা বুয়েট-এর ছাত্র নয়, তারা সবাই বহিরাগত। ঘটনা সম্পর্কে বিভিন্ন দৈনিকের রিপোর্ট পড়ে জানা গেল যে, বুয়েট সংলগ্ন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দু'টি হল থেকে বুয়েট-এ হামলা পরিচালিত হয়। ঘটনার পর পুলিশ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি হলে অভিযান চালিয়ে কিছু আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধার করেছে। পুলিশী অভিযানের সময় সন্ত্রাসকারীরা পালিয়ে যেতে সক্ষম হওয়ায় এটা প্রমাণিত হয় যে, সন্ত্রাসকারীদের গ্রেফতারের জন্য পুলিশ ভালভাবে তৈরী না হয়েই উল্লেখিত হলটিতে তল্লাশী অভিযান চালিয়েছিল। ক্যাম্পাসকে সন্ত্রাসমুক্ত করতে হলে পুলিশকে আরো আটঘাট বেঁধে কাজ করতে হবে। পুলিশের উপস্থিতি সত্ত্বেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে গুলীবর্ষণ ও বোমাবাজির ঘটনা হামেশাই ঘটে চলেছে। মারাত্মক সহিংসতা দেখেও পুলিশ নিষ্ক্রিয় থাকে বলে অভিযোগ রয়েছে। পুলিশ কঠোরভাবে দায়িত্ব পালন করলে মুষ্টিমেয় অস্ত্রধারীর উপদ্রব চিরতরে বন্ধ করে ক্যাম্পাসকে সন্ত্রাসমুক্ত করা সম্ভব বলে আমরা মনে করি।

বুয়েট-এর ঘটনায় আরো দেখা যাচ্ছে যে, নির্মাণ কাজে নিয়োজিত জনৈক ঠিকাদারের কাছ থেকে চাঁদা আদায়ে ব্যর্থ হয়ে ছাত্র নামধারী বহিরাগত সশস্ত্র তরুণরা প্রশাসনিক ভবনের কাছে গিয়ে বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ, বোমাবাজি এবং গাড়ীতে অগ্নিসংযোগ ও ভাঙচুর করেছে। শিক্ষকদের বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয় যে, কাছেই পুলিশ ছিল কিন্তু দুষ্কৃতকারীদের পাকড়াও করার জন্য তারা সক্রিয় হয়নি। ঘটনা ঘটবার সময় পুলিশ নিষ্ক্রিয় থাকে এবং কেবল দুষ্কৃতকারীরা পালিয়ে যাবার পরই পুলিশ সক্রিয় হয়- এটা এ দেশে নতুন কোনো ব্যাপার নয়। অন্যান্য সভ্য দেশের পুলিশের মতো আমাদের দেশের পুলিশও যদি অপরাধীদের গ্রেফতার ও দমনে যথোপযুক্তভাবে তৎপর হতো তা হলে সমাজে সন্ত্রাসকারীদের দৌরাত্ম্য এতটা বাড়তে পারত না। প্রায় সব জায়গাতেই দেখা যায়, থানার কর্মকর্তারা দুষ্কৃতকারীদের চেনা সত্ত্বেও তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয় না। পেশাদার ক্রিমিনালদের প্রতি পুলিশের সহৃদয় আচরণ দেখে শান্তিপ্রিয় নাগরিকদের মনে নানা প্রশ্নের উদয় হয়ে থাকে। এ সব বিষয় গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় এনে দুষ্কৃতকারী দমনে পুলিশকে আরো সক্রিয় করে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে আমরা পুলিশ প্রশাসনের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করছি।

শিক্ষাঙ্গনকে সন্ত্রাসমুক্ত করার জন্য কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা সবাই স্বীকার করেন। ছাত্র, শিক্ষক ও অভিভাবক থেকে শুরু করে সরকারী দল ও বিরোধী দলগুলোর সবাই এ ব্যাপারে একমত। কিন্তু এ সত্ত্বেও শিক্ষাঙ্গন সন্ত্রাসমুক্ত হচ্ছে না, বরং সন্ত্রাসী তৎপরতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাওয়ায় দেশের প্রায় সবক'টি বিশ্ববিদ্যালয়ে কম-বেশী অচলাবস্থা বিরাজ করছে। দেশে উচ্চ শিক্ষার প্রধান পাদপীঠ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তো সশস্ত্র সন্ত্রাসকারীদের নিরাপদ আশ্রয় কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। একদা প্রাচ্যের অক্সফোর্ড নামে খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস এখন সশস্ত্র মাস্তানদের হাতে জিম্মি। ছাত্রাবাসগুলোয় অবস্থানকারী সবাই যে ছাত্র নয়, উপাচার্য নিজেও তা জানেন। তিনি নিজেও অস্ত্রধারীদের হাতে জিম্মি, তাই ক্যাম্পাসকে সন্ত্রাসমুক্ত করার জন্য কোনো জোরালো পদক্ষেপ নিতে তিনি সাহস পান না। বিশ্ববিদ্যালয়ে কারা সন্ত্রাস করে, মাইক্রোবাসে চড়ে এসে মাঝে-মধ্যে কারা সশস্ত্র হামলা চালিয়ে ত্রাস সৃষ্টি করে- এ সব তথ্য প্রশাসনের উচ্চপদস্থ কর্তাদের অজানা নয়। তবু সন্ত্রাসকারীদের উৎখাতের জন্য কেন যে কঠোর ব্যবস্থা গৃহীত হয় না এবং এর মূল রহস্যটা কী, তা আমাদের বুদ্ধির অগম্য। আমরা শুধু এটুকু বুঝতে সক্ষম যে, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের একক চেষ্টায় ক্যাম্পাসকে সন্ত্রাসমুক্ত করা যাবে না। এ জন্য প্রশাসনকেও সক্রিয় হতে হবে। আর এ ব্যাপারে রাজনৈতিক দলগুলোর দায়িত্বও কোনো অংশে কম নয়। প্রত্যেক দলের নিজ নিজ ছাত্র ফ্রন্ট আছে এবং তারা ইচ্ছে করলে ছাত্র সংগঠনগুলোকে সন্ত্রাসমুক্ত করতে পারেন। পরিস্থিতি সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়ার আগেই এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া দরকার।

সরকারী দল ও বিরোধী দলগুলো শিক্ষাঙ্গনকে সন্ত্রাসমুক্ত করার লক্ষ্যে ঐকমত্যের ভিত্তিতে ইতিবাচক ভূমিকা পালনে এগিয়ে আসলে ক্যাম্পাসে আবার শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরে আসবে বলে আমরা বিশ্বাস করি। কিন্তু এ ব্যাপারে তারা একমত হবেন কি-না, তার ওপরই পরিস্থিতির উন্নতি নির্ভরশীল।